যুগান্তর

06 JUN 2007

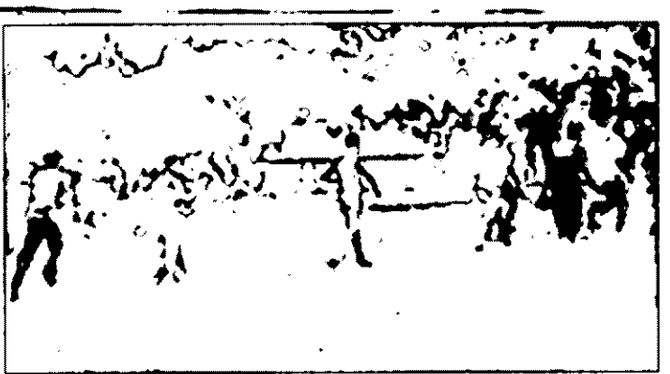

বাংলার চোখ ডটকম

রুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র আটককে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে সাধারণ ছাত্ররা বিক্ষোভ করার চেষ্টা করলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়

রুয়েটে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি : ৬ ছাত্র আটক

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) ক্যাম্পাসে সোমবার গভীর রাতে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। তল্লাশিকালে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৬ ছাত্রকে আটক করে মতিহার থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। আটককৃতদের কাছ থেকে কিছু ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট উদ্ধার করা হয়েছে। আটককৃতরা হল— রাজশাহীর হামিদ হলের জুলফিকার, মতিউর রহমান, সজীব, ফয়সাল আহমেদ, সালেকুল ইসলাম ও সেলিম। মঙ্গলবার সকালে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর আদালতে পাঠালে আদালত তাদের কেলহাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

এদিকে সোমবার রাতে রুয়েটের বিভিন্ন হলে ব্যাপক তল্লাশির পর মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিপ্লবসংহতি পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

৬ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

৬ : ছাত্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এমনকি এসময় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গোয়েন্দা ইউনিটের সদস্যরা সাদা পোশাকে ক্যাম্পাসে অবস্থান করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

অন্যদিকে রুয়েটের একটি সূত্র নাম না প্রকাশের শর্তে যুগান্তরকে জানায়, সোমবার রাতে রুয়েটের আটক ৬ ছাত্রের মুক্তির দাবিতে সকালে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা চালায় শিক্ষার্থীরা। এসময় শতাধিক শিক্ষার্থী ওই ৬ ছাত্রের মুক্তির দাবিতে মিছিল করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি এবং পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা মিছিল করেনি। তবে ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণ আটককৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেয়া হয়। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা স্লোগান দিলে সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের চুপ থাকার পরামর্শ দিয়ে নিবৃত্ত করেন। তবে এসময় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কয়েক শিক্ষার্থীর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। মিছিল ও স্লোগান দেয়ার ঘটনা সম্পর্কে মতিহার থানার ডিউটি অফিসার আমিনুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ধরনের ঘটনা অস্বীকার করেন। তাছাড়া সাংবাদিকদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য দিতে 'বাধ্য' নয় বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি ৬ জন ছাত্রকে আটকের কারণ সম্পর্কে বলেন, তাদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় সন্দেহমূলকভাবে আটক করে আদালতে চালান দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে গত দু'সপ্তাহ থেকে রুয়েট ক্যাম্পাসে চার দফায় মোট ৭টি বোমা উদ্ধার করেন যৌথ বাহিনীর সদস্যরা। এর ফলে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে বোমাতংক ছড়িয়ে পড়ে।